পাসপোর্টের ঠিকানা টেম্পারিং করে রেজিস্ট্রেশন ও ফিঙ্গারপ্রিন্ট করানোর সময় সৌদি আরবের ভুয়া ভিসাসহ হাতে নাতে ২ জন আটক

ঢাকা: ২৫ আগস্ট ২০১৯

প্রবাসী কল্যাণ ভবনের নিচতলায় প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ভ্রাম্যমান আদালত কর্তৃক তিনজন বিদেশগমনেচ্ছু ব্যক্তির পাসপোর্টের ফটোকপির ঠিকানা টেম্পারিং করে রেজিস্ট্রেশন ও ফিঙ্গারপ্রিন্ট করানোর সময় সৌদি আরবের ভুয়া ভিসাসহ দালাল আনোয়ার হোসেন (৩৮) এবং তার সহযোগী সাইফুল ইসলাম (২৪) নামের দুইজনকে হাতে নাতে গ্রেফতার করা হয়েছে।

আজ দুপুরে প্রবাসী কল্যাণ ভবনের নিচতলায় র‍্যাব-৩ এবং আনসার বাহিনীর সদস্যদের সহায়তায় প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ আমিনুর রহমান (উপসচিব)-এর নেতৃত্বে একটি মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হয়।

ভুক্তভোগী তিনজন বিদেশগমনেচ্ছু ব্যক্তিদের আবেদনের প্রেক্ষিতে জানা যায় যে, দালাল আনোয়ার হোসেন ও তার সহযোগী সাইফুল ইসলাম (প্রবাসী কল্যাণ ভবনের ক্লিনার) তাদের মূল পাসপোর্ট নিয়ে ভুয়া কাগজপত্রের মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন ও ফিঙ্গারপ্রিন্ট করানোর সময় ভ্রাম্যমাণ আদালত কর্তৃক তাদের সকল কাগজপত্র জব্দ করা হয়। কর্মীদের বক্তব্যে আরো জানা যায়, তাদেরকে সৌদি আরব প্রেরণের নামে ভুয়া ভিসা দেখিয়ে বিভিন্ন সময়ে তাদের তিনজনের কাছ থেকে ৪২,৫০০/- টাকা গ্রহণ করেছে এবং প্রতিজনকে সৌদি আরব প্রেরণের লক্ষ্যে ৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ) টাকা করে দাবি করেছে। জিজ্ঞাসাবাদের এক পর্যায়ে অভিযুক্তরা বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে তাদের উপর আনীত অভিযোগ স্বীকার করে।

ভ্রাম্যমান আদালতের ম্যাজিস্ট্রেট আমিনুর রহমান অভিযুক্ত আনোয়ার হোসেনকে 'বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন ২০১৩' এর ৩১(খ) এবং ৩৫ ধারা অনুযায়ী ০১ (এক) বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড এবং সাইফুল ইসলামকে 'বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন ২০১৩' ৩৫ ধারা বলে ০১ (এক) মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। অভিযুক্তদের জেলহাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, অভিযুক্ত আনোয়ার হোসেনের বাড়ি সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুরের খুবাছপুরে এবং সাইফুল ইসলামের বাড়ি ফেনী জেলার দক্ষিণ খানেবাড়ি গ্রামে।